দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

পরীক্ষার দেড় বছর পরও ফল প্রকাশ হয় নাই

আনোয়ার আলদীন ॥ পরীক্ষা শেষ হওয়ার দেড় বছর পরও ফলাফল প্রকাশ না করিতে পারিবার নজীর স্থাপন করিয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার দেড় বছর

(১ম পৃঃ পর)

মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সনাতন পদ্ধতির এলএলবি প্রিলিমিনারী ও মাষ্টার্স পরীক্ষা। উহার পর আজও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিতে পারে নাই। ফলপ্রার্থী প্রায় সাড়ে ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। 'ফল কবে নাগাদ প্রকাশ হইবে' এই জিজ্ঞাসা নিয়া প্রতিদিন তাহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার বিল্ডিং-এ ধরণা দিতেছে। কিন্তু স্বয়ং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকও ইহার সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না।

ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে এত দীর্ঘ সময় বিলম্ব হওয়ার নজীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে সৃষ্টি হয় নাই। এই বিলম্বের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষকদের গাফিলতিকে দায়ী করিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আইন' বিভাগের সংশ্লিষ্ট একজন শিক্ষক জানান, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সময়মত পরীক্ষকরা উত্তরপত্র সংগ্রহ করেন নাই। অনেক পরীক্ষক নির্ধারিত সময়ে উত্তরপত্র জমা দেন নাই। কেহ কেহ যেনতেন প্রকারে খাতা দেখিয়া নম্বর প্রদান ছাড়াই ফেরত পাঠাইয়া দেন। সেই খাতা আবার নূতন পরীক্ষক দিয়া নম্বর দিতে হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, আইনজীবী পরীক্ষকরা উত্তরপত্র দেখিয়া যে অর্থ পাইয়া থাকেন তাহার চাইতে সেই সময়টুকু 'ক্লায়েন্টদের' সহিত মামলা লইয়া পরামর্শ করিলে বহুগুণ বেশী অর্থ পান।

আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এরশাদুল বারী জানান, অচিরেই ফলাফল প্রকাশিত হইবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের এলএলবি প্রিলিমিনারী ও মাষ্টার্সের এই পরীক্ষা ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইহার পর আর সনাতন পদ্ধতির পরীক্ষা গ্রহণ করিবে না। তবে এই পরীক্ষায় যাহারা অনুত্তীর্ণ হইবে তাহাদের একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইন কলেজগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।